বাংলাদেশ-শ্রীলংকা সিরিজ

তবুও আমরা আশাবাদী

লিখেছেন **সাইমন মোহসিন**

শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে সিরিজ দিয়েই শুরু হলো বাংলাদেশের বিশ্বকাপ কাউন্টডাউন। বিশ্বকাপের আগে এই সিরিজ দিয়েই বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সূচি শুরু হচ্ছে। ঘরোয়া সিরিজে স্বাগতিকদের ওপর চাপটা একটু বেশি থাকে। পাশাপাশি পরিচিত মাঠ, নিজেদের দর্শক-এসব বিষয়ে স্বাগতিক দলের প্রতি প্রত্যাশার পাল্লা আরও ভারী করে দেয়। দেশের মাটিতে সর্বশেষ দুটি সিরিজে দারুণ সাফল্য অর্জন করে বাংলাদেশ, যা তাদের ওপর প্রত্যাশার চাপটা আরও বৃদ্ধি করেছে। ২০০৫-এ শ্রীলঙ্কায় বাংলাদেশের সঙ্গে আছে বাজে পারফরম্যান্সের দুঃসহ স্মৃতি। এরপর প্রায় সাড়ে চার মাস আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের সঙ্গে সম্পর্কহীন বাংলাদেশ। এ সময় বাংলাদেশের খেলোয়াড়রা ঘরোয়া লীগ নিয়ে ব্যস্ত ছিল। অর্থাৎ সবাই ক্রিকেটের মধ্যেই ছিল। তাই এ সম্পর্কহীনতায় খুব বেশি সমস্যা হওয়ার কথা নয় বাংলাদেশের। ঘরোয়া পরিবেশে নিজের ব্যাটিং-বোলিং ঝালিয়ে নিয়েছেন বাশার, রফিকরা।

বাংলাদেশের জন্য আরোও সুখবর হলো, শ্রীলঙ্কা দল বেশ কয়েকজন তারকা ক্রিকেটার ছাড়াই আসছে। অধিনায়ক আতাপাত্তু, মূল পেসার চামিন্ডা ভাস ও স্পিন জাদুকর মুরলিধরনকে (শুধু টেস্ট সিরিজ খেলবেন) বিশ্রাম দিয়ে বাংলাদেশে আসবে শ্রীলঙ্কা। বিষয়টা কিছুটা হলেও স্বস্তি দিয়েছে বাংলাদেশ দলকে। কিন্তু ভিবি সিরিজের প্রদর্শন শ্রীলঙ্কার আত্মবিশ্বাসকে বেশ ইন্ধন যোগাবে। ভিবি সিরিজে শ্রীলঙ্কার নবীন খেলোয়াড়রা নজরকাড়া খেলা দেখিয়েছে। বিশেষ করে স্পিনার মালিঙ্গা বান্দারা। তার ওপর সাঙ্গাকারার দুর্দান্ত ফর্ম ও জয়সুরিয়ার (শুধু একদিনের সিরিজ খেলবেন) বিধ্বংসী ব্যাটিং বাংলাদেশের জন্য কঠিন সময়ের পূর্বাভাস।

শ্রীলঙ্কা সফরে সব ম্যাচ হবে ঢাকার বাইরে। তাই বাইরের পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে বগুড়ার নতুন টেস্ট ভেন্যু চান্দু স্টেডিয়ামে অনুশীলন করছে জাতীয় দল। বাংলাদেশের উইকেটগুলো ধীর গতিসম্পন্ন। যার জন্য সমস্যা হওয়ার কথা না। বাংলাদেশ এগিয়ে থাকছে সেটা বলা যাচ্ছে না। হোম অ্যাডভান্টেজ শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে পাওয়া যাবে না। কারণ প্রতিপক্ষ দেশে পিচের স্বভাব একই রকম। বাংলাদেশের উইকেট যথারীতি স্পিনারদের জন্য সুবিধাজনক। তাই জাতীয় দলে চারজন বাঁহাতি স্পিনারকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু অধিনায়ক বাশার বোলিংয়ে আরেকটু বৈচিত্র্য চেয়েছিলেন। পিচে বাউন্স থাকতে পারে, তাই বৈচিত্র্য প্রয়োজন ছিল।

দলে একজন অফ স্পিনারের অভাব অনেক দিন ধরেই অনুভব করে আসছেন বাশার। কিন্তু ঘরোয়া লীগে চার বাঁহাতি স্পিনার দারুণ খেলছেন বলেই কোনো অফ স্পিনারকে দলে নেয়া সম্ভব হয়নি।

ভিবি সিরিজে শ্রীলঙ্কার বোলিং অ্যাটাকের সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল বিপক্ষ দলের বাঁহাতি ও ডানহাতি ব্যাটসম্যানের সংমিশ্রণ। কিন্তু বাংলাদেশ দলে এই বৈচিত্র্য নেই বললেই চলে। ফলে শ্রীলঙ্কান বোলাররা এদিক থেকে একটু সুবিধা পাবেন। অপরদিকে শ্রীলঙ্কা দলে বাঁহাতি, ডানহাতি ব্যাটসম্যানদের সংমিশ্রণে বাংলাদেশী বোলাররা তাদের লাইন নিয়ে একটু সমস্যায় পড়তে পারেন।

ঘরোয়া ক্রিকেটে জাতীয় দলের ব্যাটসম্যানরা ধারাবাহিক রান পাননি। তবে সব মিলিয়ে তাদের পারফরম্যানস গ্রহণযোগ্য। বোলাররা অবশ্য এদিক দিয়ে এগিয়ে। ভাস ও মুরালিবিহীন শ্রীলঙ্কার নয়া অধিনায়ক জয়াবর্ধনের অস্ত্র হচ্ছেন বান্দারা, দিলহারা ও পেরেরা। দিলহারা ও পেরেরা যদি পিচ থেকে বাউন্স বা মুভমেন্ট না পান, তাহলে লাইন-লেন্থের তারতম্যই হবে তাদের অস্ত্র। আতাপাত্তু না থাকায় শ্রীলঙ্কার ব্যাটিং শক্তি খুব একটাকমেনি। জয়াবর্ধনে, সাঙ্গাকারা, জয়সুরিয়া আর্নল্ড এদের পেসস্পিনের সমন্বয় থামানো বাংলাদেশের বোলরদের জন্য চ্যালেঞ্জ। নতুন বলে ভালো আরোকজন পেসার বাংলাদেশের খুব দরকার। না হলে প্রতিপক্ষের ওপর মাশরাফি-রফিকের তৈরি করা চাপটি বজায় রাখা সম্ভব হবে না।

শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে সিরিজের প্রত্যেক খেলার টসও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এই সিরিজে ঘরোয়া পরিবেশে খেলার সুবিধা এবং দেশের মাঠে সর্বশেষ দুটি সিরিজের সাফল্য ও পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাংলাদেশ শক্তিশালী অবস্থানেই আছে। মনে রাখতে হবে, শ্রীলঙ্কায় আগের সফরটা ভালো ছিল না। গত বছর সেপ্টেম্বরে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে সিরিজ দিয়েই আগের মৌসুম শেষ করে বাংলাদেশ, নতুন মৌসুম শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে লড়াই দিয়েই শুরু হচ্ছে। সেবার নিজেদের মাঠে বাংলাদেশকে দারুণ নাজেহাল করেছিল শ্রীলঙ্কা। এবার প্রতিশোধ নেয়ার পালা বাংলাদেশের। প্রতিশোধ নেয়া শেষ পর্যন্ত হয়তো সম্ভব হবে না। মানসিকতা ও ফিল্ডিংয়ে আমরা এখনোও পিছিয়ে। এই ব্যবধান খুব দ্রুত পূরণ হবার নয়। তারপরও টেস্ট খেলার যোগ্যতা নিয়ে আইসিসিতে যে কথা চলছে সেটার জবাব দেয়ার সময় হয়েছে। একমাত্র ভালো ফলাফল অর্থাৎ সিরিজ জয় বা ড্র- ই হতে পারে যোগ্য জবাব।

পুরো সিরিজের মধ্যে সবচেয়ে দুঃখজনক বিষয়টি হলো খালেদ মাহমুদ সুজনের অবসর গ্রহণের সিদ্ধান্ত। বিশ্বকাপে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক জয়ের নায়ক সুজনের প্রয়োজনীয়তা দলে এখনও রয়েছে। মাঠ ও ড্রেসিং রুমে তার দুর্দান্ত অনুপ্রেরনার অভাব দলের সকলেই অনুভব করবে। তার টিম স্পিরিট, লড়াই করার মানসিকতা এবং অলরাউন্ড পারফরমেন্স বাংলাদেশ ক্রিকেটের খুবই প্রয়োজন।

m d i m Px

ফেব্রুয়ারি ২০ : প্রথম এক দিবসীয় ম্যাচ (দিবারাত্রি)-বগুড়া
ফেব্রুয়ারি ২২ : দ্বিতীয় এক দিবসীয় ম্যাচ (দিবারাত্রি) - বগুড়া
ফেব্রুয়ারি ২৫ : তৃতীয় এক দিবসীয় ম্যাচ- চট্টগ্রাম
ফেব্রুয়ারি ২৮- মার্চ ৪ : প্রথম টেস্ট- চট্টগ্রাম
মার্চ ৮-১২ : দ্বিতীয় টেস্ট- বগুড়া